উপদেশ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৭. জান্নাত ও জাহান্নাম

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

জাহান্নাম - ১

মরনের পর তিনটি ভয়াবহ জায়গা রয়েছে। তার তৃতীয় জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম। মানুষের উচিত জাহান্নাম হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাওয়া।

عَنَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِىْ يَوْمٍ اِلَّا قَالَتِ النَّارُ يَارَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّى فَأَجِرْهُ وَلَايَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِىْ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ يَارَبِّ اِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِىْ فَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম হ'তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে। আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহর নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫০৬)।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللهُمَّ اجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, নবী করীম(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও (ইবনে মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে اللهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ 'হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর'। আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে اللهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও'

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ 'এই সেই জাহান্নাম, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হচ্ছিল। তোমরা দুনিয়াতে যে কুফরী করতেছিলে, তার প্রতিফল হিসাবে এখন এ জাহান্নমে প্রবেশ কর' (ইয়াসীন ৬৪)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দেয়ার সময় পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে অপমান করে জাহান্নামে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ

رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَا لِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ.

‘বল, জান্নাতের এ বড় সফলতা উত্তম, না এ যাক্কুম গাছ? আমি এ যাক্কুম গাছটি অত্যাচারীদের জন্য বিপদজনক করেছি। এটা এমন একটা গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হ’তে বের হয়। এর ছড়াগুলি যেন শয়তানের মাথা। জাহান্নামীরা তা খাবে এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে। তারপর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তারপর তারা সে জাহান্নামের আগুনের দিকেই ফিরে যাবে’ (ছাফফাত ৬৩-৬৯)। যাক্কুম এক প্রকার গাছ। এ গাছ আরব দেশের তেহামা অঞ্চলে হয়। তার স্বাদ তিক্ত ও কটু আর গন্ধ অসহ্যকর। ভাঙ্গলে দুধের মত রস বের হয়। শরীরে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ.

‘যাক্কুম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য। তেলের তলানীর মত। এ খাদ্য পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি। (ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে হেচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানি আর বলা হবে এখন গ্রহণ কর এর স্বাদ’ (দুখান ৪৫-৪৭)। وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَائَهُمْ ـ ‘তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে’ (মুহাম্মাদ ১৫)।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِى ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ. ‘অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি তিরোহিত যেদিন তাদেরকে উল্টাভাবে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন সাকার নামক জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর’ (কামার ৪৭-৪৮)। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِّنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

‘তাহলে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! তোমরা যাক্কুম গাছের খাদ্য অবশ্যই খাবে। তা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করবে। আর ফুটন্ত টগবগে পানি পিপাসায় কাতর উটের ন্যায় পান করবে। এটাই হচ্ছে অপরাধীদের জন্য শেষ বিচারের দিনে মেহমানের খাদ্য (ওয়াকিয়া ৫৩-৫৬)। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا اَغْنَى عَنّى مَالِيَه هلَكَ عَنّى سُلْطَانِيَه خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ اِنّهُ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَايَحُضّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلّا مِنْ غِسْلِيْنَ لَا يَأْكُلُهُ اِلّا الْخَاطِئُوْنَ.

‘অপরাধী ক্বিয়ামতের মাঠে বলবে, হায়! আফসোস দুনিয়ার মরণই যদি চূড়ান্ত হত! আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসল না। আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য প্রভূত্ব শেষ হয়ে গেল। বলা হবে তাকে ধর তার গলায় লোহার শিকল দিয়ে ফাঁস লাগাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তাকে ৭০ হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও।

এ তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে নি এবং মিস্কীনকে খাদ্য দেওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করেনি। এ কারণেই আজ এখানে তার কোন সহযোগী বন্ধু নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই। নিতান্ত অপরাধী ছাড়া এ খাদ্য আর কেউ খায় না' (হাককাহ ২৭-৩৭)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى تَدْعُوْ مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى.

'কক্ষণই নয়। তাতো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা। যা শরীরকে ঝলসিয়ে দিবে। আর ঐ সব ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাক দিবে যারা সত্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পিঠ প্রদর্শন করেছে, এবং অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে সংরক্ষণ করে রেখেছে' (মা'আরিজ ১৬)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, اِنّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجحِيْمًا وَطَعَامًا ذَا غُصّةٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا নিশ্চয়ই আমার নিকট তাদের জন্য রয়েছে দূর্বহ বেড়ী, আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি (মুযাম্মেল ১২-১৩)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভারী ও দুর্বহ বেড়ী পাপাচারী অপরাধী লোকের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে শাস্তির বেড়ি শাস্তির উপর শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. খুব শীঘ্রই আমি তাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর আপনি কি জানেন সে সাকার নামক জাহান্নাম কি? তা এমন একটি জাহান্নাম যা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মরা অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। সে জাহান্নামে কর্মচারী হিসাবে ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে (মুদ্দাসসির ২৬-৩০)। এ কথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন. لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰ সে সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না (আলা ১৩)। জাহান্নাম এমন একটি কঠিন ও জটিল জায়গা যেখানে মানুষের মরণও হবে না বাঁচতেও পারবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطّاغِيْنَ مَآبًا لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلّا حَمِيْمًا وَغَسّاقًا جَزَاءً وِّفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوْا لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْئٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ اِلّاعَذَابًا.

'নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাঁদ। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানি এবং ক্ষত হ'তে নির্গত রক্তপুঁজ। এ হবে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল। তারা তো হিসাব-নিকাশের কোন প্রকার আশা পোষণ করত না। বরং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করত। অথচ আমি তাদের প্রত্যেকটি বিষয় গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম। অতএব, এখন স্বাদ গ্রহণ কর। আমি একমাত্র তোমাদের শাস্তিই বেশি করব' (নাবা ২১-৩০)। অত্র আয়াতে একটি শব্দ রয়েছে غَسَّاقٌ গাসসাক্ব হচ্ছে কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু এবং চামড়া হ'তে যে সব রস নিঃসৃত হয় তাকে গাসসাক্ব বলে, আর এ খানে পুঁজ মিশ্রিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8305

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন